বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা

❖ কৃপাময় চক্রবর্তী।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানী লোকের সহিত চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, রত্নখচিত অমরবেদী বিশাল অট্টালিকার ভিতর বর্তমান ছাত্রসমাজের নির্মম পরিস্থিতির দিকে নিদ্রাহীন চোখে চাহিয়া অট্টহাস্য করিতেছে। আমাদের এই ছাত্র সমাজের কিং কর্তব্য বিমূঢ় পরিস্থিতির পিছনে কারণ খুঁজতে গিয়ে যে সমস্যাটি আমার মানসে বিনিদ্র প্রহরীর মত উপস্থিত হয় তাহা হল আমাদের শ্রদ্ধেয় অভিভাবক ও ছাত্র মহলের নম্বরের পেছনে মরীচিকা দৌঁড়। ফলে সদ্য অংকুরিত শিশু মনে নম্বর নামক বৃক্ষটি রোপিত হয় আর শুরু হয় নম্বরের পিছনে ইঁদুর দৌঁড়। ফলস্বরূপ ছাত্র সমাজ আবদ্ধ হয় নম্বর বৃক্ষের কুহক জালে আর সংখ্যাগত জ্ঞান লাভের দিকে ধাবিত হয়। ফলে যোগ্যতামূলক শিক্ষার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে আর ছাত্র সমাজ বঞ্চিত হচ্ছে সামগ্রিক জ্ঞান লাভ থেকে। দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টি আমার মনে রেখাপাত করে তা হল অভিভাবক মন্ডলীদের উচ্চাকাঙ্খা এবং সেই উচ্চাকাঙ্খাকে ছাত্র সমাজের উপর নির্দয় ভাবে চাপিয়ে দেওয়া। ছাত্র মহলের মনের সুপ্ত আশার বীজকে অংকুরিত হওয়ার পূর্বেই পদদলিত করে নিজের ইচ্ছার মহীরুহ চাপিয়ে দেওয়া হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। তৃতীয়ত, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা দিনের পর দিন যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়বহুল হয়ে চলছে, ফলে আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ মেধাসম্পন্ন অনেক পুষ্প পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বেই অকালে ঝরে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার অনেক অভিভাবক নিজের আর্থিক ক্ষমতা বলে ভুল পথে পরিচালিত হন আর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর ভ্রান্ত প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পা দেন সঠিক সত্যতা যাচাই না করে। আর এই সনাতন মেষবৃত্তি পরবর্তীতে আর্থিক ও মানসিক চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব হল বাইরের দিকের নালিশ। আর ভিতরের দিকের নালিশ গুলোর মধ্যে অন্যতম হল চাকুরী ক্ষেত্রে স্বজন পোষণ নীতি। স্বজন পোষণ নীতি শিক্ষাঙ্গনের উপর যবে থেকে প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করেছে তবে থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে রাহুগ্রাস করতে শুরু করছে। গুণগত শিক্ষার মান ক্রমশ কমছে। স্বজন পোষণ নীতির ফলশ্রুতিতে যারা শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠদানে এসে যোগদান করেন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ স্নেহধন্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রায়শই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এদের মধ্যে কারও আবার গোড়ায় গলদ ও কারও বর্তমান প্রগতিশীল যুগের সাথে অসামঞ্জস্যতা যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবাঞ্ছনীয়। ফলে ছাত্র কিংবা অভিভাবক মন্ডলীদের মধ্যে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রতি অনীহা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাইভেট টিউশন-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়ছেন তারা। ফলে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা স্কুলের শিক্ষার বাইরে প্রাইভেট টিউশনের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেন। শিক্ষাক্ষেত্রে আরেকটি

Scanned by CamScanner

প্রধান সমস্যা হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতি যার ফলে অনেক সময় উপযুক্ত প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত কম উপযুক্ত প্রার্থীরাই মনোনীত হন, যা অন্তত পক্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরুপ প্রভাব ফেলে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিযুক্ত প্রার্থী আর শিক্ষার গুণগত মানের বিকাশ আধুলির এপিঠ-ওপিঠ, যার ফলে উপযুক্ত প্রার্থীর নিয়োগ না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত শিক্ষার বিকাশ ক্রমশ নিম্নমুখী হয়ে পড়ে আর এর বিরুপ প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নয় সমগ্র জাতির উপর এসে বর্তায়। কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ নালিশ হল শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে মতবিনিময়ের অভাব। শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে এক্ষেত্রে উদারতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহারা সর্বদাই নিজেদের বিজ্ঞ বলে করেন ফলে ছাত্র সমাজের মনের অনেক প্রশ্নই মনে থেকে যায় আজীবন। যদি শিক্ষক মন্ডলী উদারতার পরিচয় দেন কিংবা বন্ধুসুলভ আচরণ করেন এবং ছাত্রসমাজের সাথে মতবিনিময় করেন তা হলে প্রাইভেট টিউশনের আর প্রয়োজন হত না। অনেক ক্ষেত্রে আবার শিক্ষক মন্ডলীর ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক মন্ডলীর সাথে সখ্যতার দরুণ উপযুক্ত মেধাসম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীরা কিছুটা হলেও সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাই আমাদের সবাইকে আজ এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষার পরিকাঠামোকে পুনরায় নতুন সাঁচে সাজিয়ে তোলার জন্য। তবেই জাতির ও দেশের প্রতি আমাদের কিছুটা হলেও শ্রীবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে।

* * * *

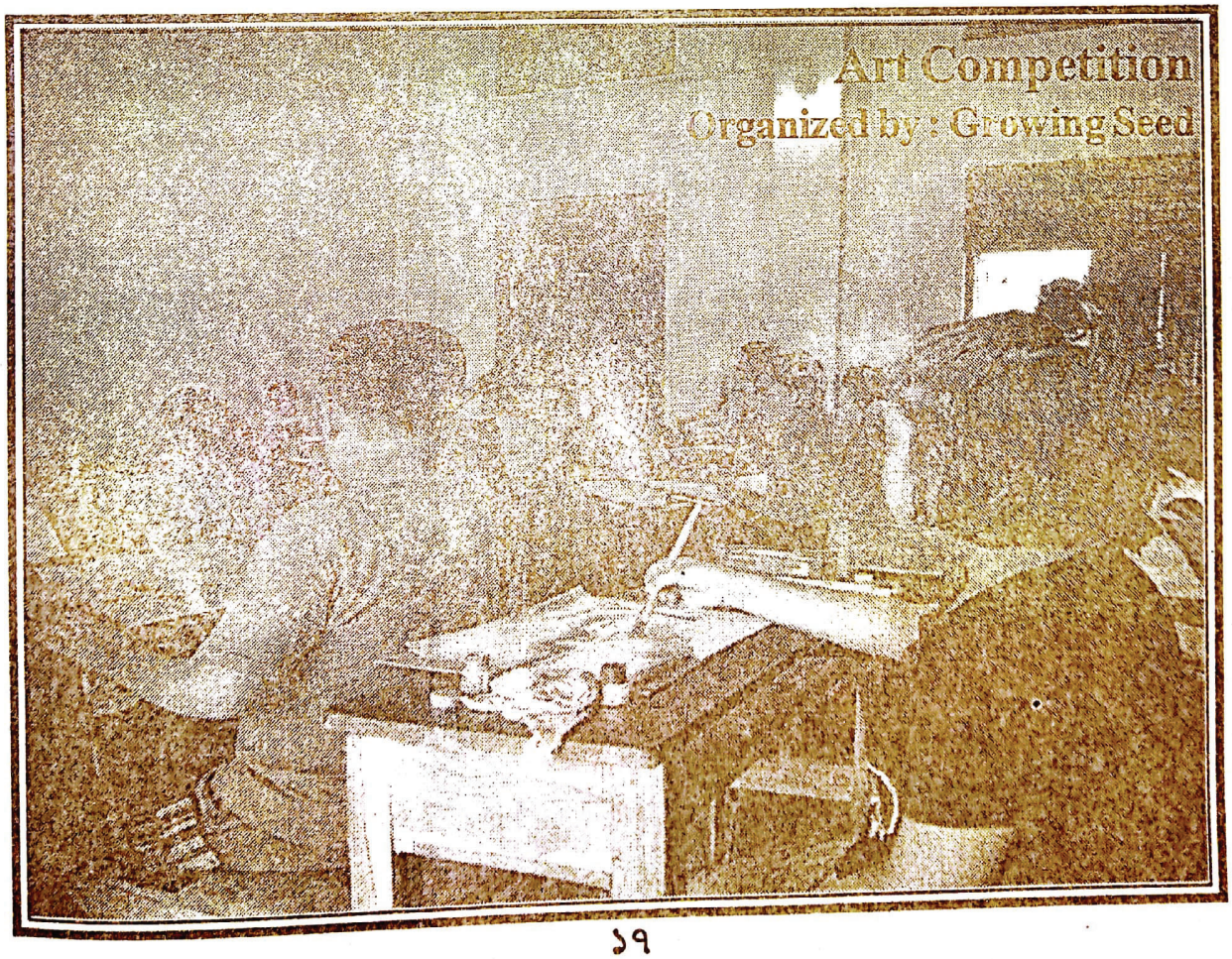

Scanned by CamScanner